ভারতের তথ্য প্রযুক্তির রাজধানী ব্যাঙ্গালোর। কিন্তু দেশটির অন্যত্র প্রযুক্তির ব্যবসা যখন ফুলে ফেঁপে উঠছে, নিজের সাফল্যের নিচে চাপা পড়তে বসেছে শহরটি। সম্ভাবনা এবং সমস্যার অদ্ভুত এক দ্বন্দ্ব চলছে ব্যাঙ্গালোরকে ঘিরে...

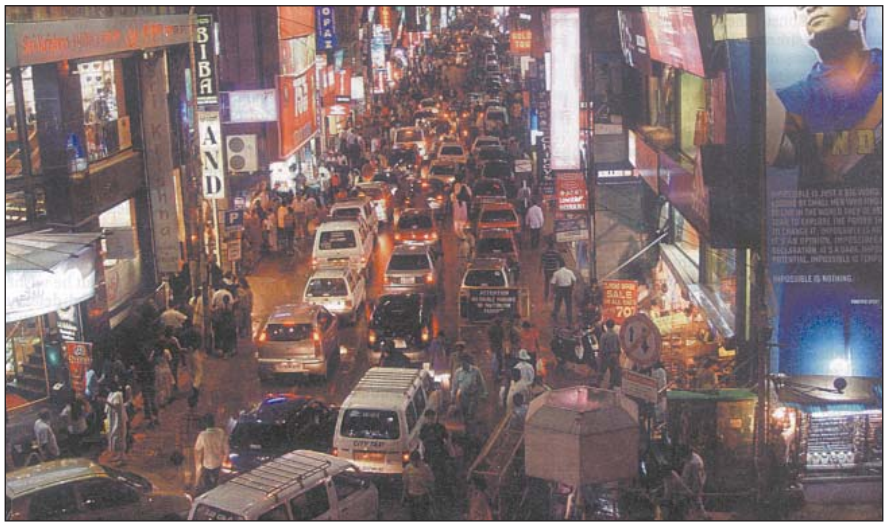

ভারতের তথ্য প্রযুক্তি পিছিয়ে পড়ছে ব্যাঙ্গালোর

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

ভারতের 'সিলিকন ভ্যালি' ব্যাঙ্গালোরের বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে থমকে যেতে হয়। ট্রাফিক জ্যাম। নজরে পড়বে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার। নির্মাণ কাজ বন্ধ। মরচেপড়া কঙ্কালসার লোহার শিকগুলো মুখ ব্যাদান করে রয়েছে। খোঁজ নিলেই জানা যাবে, কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। শেষ হবার কথা গত বছর এপ্রিলে। এখন পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ কাজও হয়নি। আদৌ হবে কি না সন্দেহ। নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত এক ঝামেলার পর কাজ স্থগিত। এদিকে স্টিলের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

ব্যাঙ্গালোরের আইআইটি : শহরটিকে দিয়েছে 'টেকনোলজি বুম'

ব্যাঙ্গালোর ভারতের অন্যতম সুন্দর শহর। চমৎকার আবহাওয়া। শহরজুড়ে সবুজ পার্ক। এক সময় ব্রিটিশ সৈন্য, পরবর্তীতে ভারতীয় অবসরভোগীদের আকৃষ্ট করেছে শহরটি। ৯০ দশকে বিশ্বব্যাপী 'টেক বুম' বা প্রযুক্তি-বিকাশ ঘটে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কল্যাণে আরো একদফা উন্নতির ছোঁয়া লাগে ব্যাঙ্গালোরে। বর্তমানে ভারতের অন্যতম বর্ধিষ্ণু শহর এটি। ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লাখ, ২০০১-এ ৫৬ লাখ। বর্তমানে ৭০ লাখ। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য গত একদশকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সেই অবকাঠামো এখন ভেঙে পড়ছে। পানির সমস্যা, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন, ঘন ঘন বৈদ্যুতিক লোডশেডিং, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট- সব মিলিয়ে রূপশ্রী এখন পড়তির দিকে।

শঙ্কিত প্রশ্ন শোনা যায়- ব্যাঙ্গালোরের দিন কি ফুরিয়ে এলো? এমন আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কয়েকজন দিকপাল। একজন উইপ্রো'র প্রতিষ্ঠাতা আজিম প্রেমজি। অপরজন ইনফোসিসের নারায়ণা মার্থি। গত বছর উভয়েই সতর্ক করেছিলেন, ব্যাঙ্গালোরের সামনে বিপদ। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' প্রথম পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপে 'ক্ষয়িষ্ণু ব্যাঙ্গালোর'। অবাক ব্যাপার, সরকার নিরুদ্বিগ্ন। গত মে-তে কর্ণাটক রাজ্যের (রাজধানী ব্যাঙ্গালোর) মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ধরম সিং। তার বিজয়কে দেখা হচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর বিজয় হিসেবে। পরপর কয়েক বছর বৃষ্টিহীন থাকায় রাজ্যের চাষীরা খুব কষ্টে

ছিলেন। মহাজনদের সুদের ফাঁদে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন বহু মানুষ। নির্বাচনের আগের বছর এমন প্রায় ৭০০ মানুষ আত্মহত্যা করেন। স্বাভাবিকভাবে নতুন সরকার নিজেকে 'গরিব-বান্ধব' প্রমাণে ব্যস্ত।

ফলাফল 'ক্ষয়িষ্ণু ব্যাঙ্গালোর'। আইটি শহরটির সমৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি হলেও নয়া সরকার এই খাতের ডাকসাইটে নেতাদের উপেক্ষা করছেন। শহরটির উন্নতির লক্ষ্যে আগের সরকার আমলে সরকার এবং বেসরকারি পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য গঠিত 'ব্যাঙ্গালোর এজেন্ডা টাস্কফোর্স'কে ধরম সিং দূরে ঠেলে দিয়েছেন। বাইরে থেকে রাজ্যের আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ১৩.৫ শতাংশ হারে 'প্রবেশ শুল্ক' আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আমদানি করা কম্পিউটার ও এর যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল তথ্যপ্রযুক্তি খাত এর ফলে বাধাগ্রস্ত হবে। যদিও ধরম সিং রপ্তানিমুখী ফার্মগুলোর প্রবেশ-শুল্কের কড়াকড়ি শিথিল করেছেন। কথা দিয়েছেন, দু'পক্ষের আলোচনার জন্য কমিটি গড়ার। আমলাতন্ত্রের লাল ফিতায় আটকে গেছে তার সেই প্রতিশ্রুতি।

ব্যাঙ্গালোরের দিন শেষ- এ মুহূর্তে এমনটা বলা অবশ্য বোকামি। এখনও সপ্তাহে গড়ে তিনটি করে বিদেশী ফার্ম আসছে ব্যাঙ্গালোরে। শহরবাসী মোটরগাড়ি কেনা অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিদিন রাস্তায় নামছে ৯০০ প্রাইভেট কার। ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ যায় ব্যাঙ্গালোর থেকে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও আউটসোর্সিং খাতে এ শহরে প্রায় ২ লাখ ৬৫ হাজার মানুষ কাজ করছে। যা গোটা ভারতে এই খাতে কর্মরত পেশাজীবীর তিন ভাগের একভাগ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ভবিষ্যৎবক্তা 'নাসকম' মনে করে, আগামী বছরগুলোতে ভারতের আইটি খাত ২৫-২৮ শতাংশ হারে বাড়বে। 'আউটসোর্সিং' বাড়বে ৩৫-৪০ শতাংশ। উপরন্তু, উইপ্রো এবং ইনফোসিস প্রতি মাসে ১০০০ লোক নিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্গালোরের আইটি খাতে সহসা ধস নামার আশঙ্কা এ মুহূর্তে নেই। চাকরি হারাচ্ছে না কেউ। বরং কর্মসংস্থান বাড়ছে।

ব্যাঙ্গালোরের ভৌত অবকাঠামো নড়বড়ে হলেও, মানবসম্পদ অবকাঠামো আগের মতোই শক্তিশালী। 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' (আইআইটি) এই শহরেই অবস্থিত। এ বছর ভারতের জাতীয় বাজেটে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য, একে 'বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গড়ে তোলা। এ ছাড়া কর্ণাটক রাজ্যে আছে আরো ৭৭টি প্রকৌশল কলেজ। এসব কলেজ থেকে প্রতি বছর ২৯ হাজার গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে। বড় বড় আইটি ফার্মগুলো নিজস্ব ক্যাম্পাস খুলেছে শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে 'ইলেকট্রনিক্স সিটি'তে। এর অনেকগুলো 'সিলিকন ভ্যালি'র মতোই অত্যাধুনিক।

ব্যাঙ্গালোরের আইটি ফার্মগুলো অবকাঠামোর জন্য সরকারের আশায় বসে না থেকে নিজেরাই কাজটি করে নিয়েছে। 'ব্যাঙ্গালোর এজেন্ডা টাস্ক ফোর্স' যেমন। এর উদ্যোক্তা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইনফোসিসের প্রধান নির্বাহী নন্দন নিলেকানি।

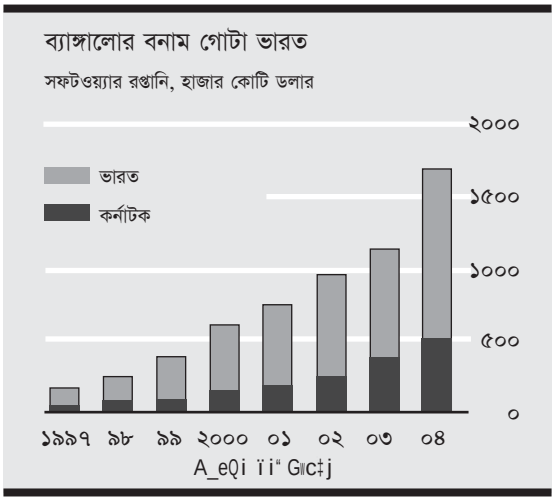

কিন্তু সবক্ষেত্রে সরকারকে উপেক্ষা করা যায় না। আইটি ফার্মগুলো সরকারের সহায়তায় 'ইলেকট্রনিক্স সিটি'র চারপাশ দিয়ে ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি আউটার রিঙ রোড নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ ছাড়া, ধরম সিং কথা দিয়েছেন শহরটির রাস্তাঘাট সংস্কারের। শহরে আরেকটি বিমানবন্দর নির্মাণের কাজও আটকে ছিল। এবার কেন্দ্র এবং প্রদেশে মিত্র কংগ্রেস জোট ক্ষমতায়। কাজেই এ মাসেই বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়পত্র পাওয়ার কথা।

প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ ব্যাঙ্গালোর পাবে কি না। ইতিমধ্যেই আরো কয়েকটি শহর ব্যাঙ্গালোরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ছোট-বড় অনেক আইটি ফার্ম অন্য শহরগুলোতেও তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ করছে। এমনই একটি ফার্ম 'ভি টেকনোলজিস'। এই আউটসোর্সিং কোম্পানির সদরদপ্তর ব্যাঙ্গালোরে। এখানে বেশি বেতনে তারা ৩০০ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু ৩ ঘন্টার দূরত্বে আরেকটি শহর সালেমে ৫০০ কর্মীর নিয়োগ দিয়েছে কম বেতনে। এভাবে অনেক কোম্পানিই ব্যাঙ্গালোর থেকে তাদের ব্যবসা সরিয়ে নিচ্ছে চেন্নাই কিংবা হায়দ্রাবাদে। চেন্নাইতে প্রায় ১ লাখ সফটওয়্যার প্রকৌশলী আছে। ধারণা করা হচ্ছে, বছর শেষে এ সংখ্যা আরো ৫০ হাজার বাড়বে।

ইদানীং ব্যাঙ্গালোরে খরচ বেড়ে গেছে। শহরটির হোটেলগুলোর কথাই ধরা যাক। এখানে ৫ তারকা হোটেলে রুম খালি পাওয়া মুশকিল। এসব হোটেলে একরাতের ভাড়া প্রায় ২৫ হাজার টাকা। দু'বছর আগেও তা ছিলো ৬ হাজার টাকার মতো। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ভারতের যেকোনো শহরের চেয়ে ব্যাঙ্গালোর ১০ ভাগ বেশি ব্যয়বহুল, কর্মীদের বেতন বাড়ছে ৪০ শতাংশ হারে। যদিও অনেক কোম্পানি বেতন বৃদ্ধিকে সমস্যা মনে করছে না এবং ব্যবসা বাড়িয়ে চলছে।

আসলে আইটি খাতে ভারতের বিস্তারের সুযোগ রয়েছে। বিশ্ব প্রতিদিনই নতুন নতুন সফট্ওয়্যারনির্ভর হচ্ছে। পুরনোগুলোরও উন্নয়ন ঘটছে। কাজেই কাজ বাড়ছে। এ ছাড়া আউটসোর্সিংয়ের মধ্যে কলসেন্টার-গুলোর ব্যবসা বাড়ছে। কোথায় ব্রিটেনে কোনো বাড়ির মালিকের নতুন ক্রেডিট কার্ড প্রয়োজন, সে কথা ভারতে বসে মনে করিয়ে দিচ্ছে কোনো তরুণী। ইস্যুরেন্সের দাবি প্রসেসিং, ডেস্কটপ প্রকাশনা, দূর ব্যবস্থাপনা, অডিট সংকলন, ট্যাক্স রিটার্ন সম্পাদন, মেডিক্যাল রেকর্ড ট্রান্সক্রাইবিং, আর্থিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ- হরেক রকম কাজ করছে 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং' (বিপিও) বা সংক্ষেপে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো। অবশ্য মাঝে মধ্যে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলোর জালিয়াতির খবরও পাওয়া যায়। 'এমফেসিস' নামে এক কোম্পানির কর্মচারীরা আমেরিকার একটি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার হাতিয়ে নেয়। কলসেন্টার গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ফরেস্টার' আশঙ্কা করছে, প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ এবং উচ্চ বেতনের কারণে ভারতীয় কলসেন্টারগুলোর ব্যবসা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

আইটি খাত ভারতকে দিয়েছে অনেক। ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯ লাখ তরুণের; রপ্তানি হয়েছে ১৭০০ কোটি ডলারের সফট্ওয়্যার; জিডিপি'তে অবদান রেখেছে ৪ শতাংশ। দুটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের অনুমান ২০০৮ সাল নাগাদ এই পরিসংখ্যান দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪০ লাখ কর্মী; ৫৭০০-৬৫০০ কোটি ডলার রপ্তানি এবং জিডিপি'র ৭ ভাগ। আইটি খাতের বিকাশে প্রধান সমস্যা হবে অপর্যাপ্ত মেধা। একইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সমস্যায় ফেলতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে। এর অন্যতম উদাহরণ ব্যাঙ্গালোর।